তারিখ ... ৩০।৭।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৪ ...

032

ফরিদপুরে জনসমাবেশে মজিদ খান

দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তিন পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব

ফরিদপুর, ২৯শে জুলাই (বাসস)—শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান আজ এখানে বলেন যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ছাত্রদের সময়, চেষ্টা ও মেধার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা মোতাবেক ঔপনিবেশিক আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে শিক্ষাকে কম ব্যয় সাপেক্ষ, কর্মসংস্থানমুখী ও আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত করা হবে। তিনি বলেন যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাঙ্খার পরিপূরক নয়।

ডঃ খান আজ এখানে কবি জসিম-উদ্দীন হলে বিভিন্ন স্তরের জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হবে তিন পর্যায়ে—মৌলিক পর্যায়, প্রস্তুতি পর্যায় ও মাধ্যমিক পর্যায়।

সাত থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী মৌলিক পর্যায় চালু করা হবে: এই পর্যায়ে ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূ-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

পাঠ্য বই

(১ম পৃঃ পর)

করা হবে। নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা টেক্সট বইয়ে সাতজন শ্রেষ্ঠ বীরের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সূত্র জানায়, কয়েকজন বিশিষ্ট লেখককে এই সাতজনের জীবনী লেখার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে টাস্ক ফোর্স

সরকার এসএসসি পর্যায়ে অর্জিত শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের (উপলব্ধির ক্ষমতা ও মেধা উভয়েরই) আদর্শ বস্তুগত পরীক্ষা উদ্ভাবনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে ৫-সদস্যের একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন।

বাসস পরিবেশিত এ খবরে প্রকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডক্টর মাজহারুল হক হবেন এই টাস্ক ফোর্সের আহ্বায়ক।

সদস্য থাকবেন: ঢাকার জাতীয় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

টাস্ক ফোর্স

(৭-এর পৃঃ পর)

জনাব এম এ জব্বার, ঢাকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব এম নূরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রধান মূল্যায়ন অফিসার জনাব এ কে খান চৌধুরী।

টাস্ক ফোর্সের দায়িত্ব হচ্ছে: দশম শ্রেণীর (মাধ্যমিক) শেষে উপলব্ধির ক্ষমতা, মেধা ও অর্জিত শিক্ষার পরিমাপ করার জন্যে এক প্রস্ত বস্তুগত পরীক্ষা উদ্ভাবন করা উদ্ভাবিত পরীক্ষাসমূহ উন্নত, পূর্ব-পরীক্ষিত হওয়ার পর ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সেগুলো চূড়ান্তভাবে পেশ করতে হবে এবং এই পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল জানানোর জন্যে একটি খসড়া ম্যানুয়েল তৈরি করা।

১৯৮২'র ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট দাখিল করবে।